কালীগঞ্জে ক্লিনিক থেকে চুরির ১৬ ঘন্টার মাথায় নবজাতক উদ্ধার, চোর আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের বেসরকারি সেবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোস্টিক থেকে গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে চুরি হওয়া নবজাতককে ১৬ ঘন্টা পর উদ্ধার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর দাসপাড়া এলাকা থেকে নবজাতককে উদ্ধার করা হয়।
এ সময় র্যাব জাহাঙ্গীর হোসেনের স্ত্রী প্রিয়া খাতুন কে আটক করে থানায় সোপর্দ করেছে। উদ্ধারের পর নবজাতকটিকে তার বাবা-মায়ের কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব। কন্যা নবজাতকটি শহরের বলিদাপাড়ার মনিরুল ও শাবানা বেগম দম্পতির।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিন জানান, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে সেবা ক্লিনিক থেকে চুরি হওয়া নবজাতকটি নিশ্চিন্তপুর এলাকা থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় নবজাতকটি পিয়া নামে এক নারীর কাছে পাওয়া যায়। ওই নারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের সেবা ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থেকে সিজারের তিন ঘন্টা পর এক মেয়ে নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে ক্লিনিকের ২০৩ নম্বর কেবিন থেকে নবজাতকটি চুরি হয়।

সেবা ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের মালিক আব্দুল হামিদ জানান, সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে ডা: প্রবীর কুমার ও ডা: প্রফুল্ল কুমার মজুমদার সিজারের মাধ্যমে মনিরুল ইসলাম ও শাবানা দম্পতির একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। মা ও নবজাতক সুস্থ ছিল। তাদের বাড়ি উপজেলার বলিদাপাড়ায়। মাগরিবের আজানের সময় নাকি নবজাতকটি চুরি হয়।

ঝিনাইদহের কেশবপুরে পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহে সদর উপজেলা ৭ নং মহারাজপুর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে পানিতে পড়ে ১৮ মাসের শিশুপুত্র তাহসিন মৃত্যুবরণ করেন।
তাহসিন কেশবপুর গ্রামের ট্রাক ড্রাইভার আলামিনের ছেলে।

তাহসিনের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুর ২টার দিকে বাসার পাশে টিউবওয়েলের পানি জমে থাকা গর্তে পরে তার মৃত্যু হয়েছে।
তাহসিনের মৃত্যুতে পরিবার ও গ্রামবাসীর ভিতরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে টায়ার লাগানোকে কেন্দ্র করে ট্রাকের হেলপারকে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহে ট্রাকের টায়ার লাগানোকে কেন্দ্র করে আলআমিন (২৪) নামের এক ট্রাকের হেলপারকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস এলাকায় শহিদুলের গ্যারেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। সোমবার রাতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার বড়-ভাদড়া গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে।

নিহতের মা অজলা বেগম অভিযোগ করে জানান, আলআমিন প্রায় ৫ বছর ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করে আসছিল। রোববার দুপুরে একটি মোবাইল নাম্বার থেকে কল আসে আলআমিন খুবই অসুস্থ্য। একথা জানার

পর সে ঘটনাস্থলে আসে। তখন আলআমিন তাকে জানায়, ট্রাকের টায়ার লাগানো নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে ট্রাক ড্রাইভার ও টায়ারের দোকানিরা মিলে তাকে বেধড়ক মারপিট করেছে। পরে মুমুর্ষ অবস্থায় স্থানীয়রা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়। তিনি ছেলে হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রকৃত দোষিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ঝিনাইদহে তীব্র গরমে অতিষ্ট জনজীব

ঝিনাইদহে তীব্র গরম আর রোদে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনজীবন। সকাল ৮ টার পর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত তাপমাত্রার বারুদ উঠতে থাকে। কয়েক মাস বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গরমের মাত্রাটা বেড়েছে।
তীব্র গরমে সব চেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষগুলো। প্রকৃতির এমন আচরণে প্রাণ ওষ্ঠাগত তাদের। রোদের তেজে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না অনেকেই। কাজের চাপে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু স্বস্তি পেতে গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নেন অনেকেই। গত কয়েকদিনের অব্যাহত তাপমাত্রায় বেশি কষ্ট পাচ্ছেন রোজদাররা।

শহরের পবহাটি এলাকায় আসা শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামের ভ্যানচালক আমিরুল ইসলাম বলেন, ভাই কয়দিন খুব গরম পরচে। ভ্যান নিয়ে বাইরে আসা যাচ্চে না। গা ঘামে জাম ভিজে যাচ্চে। সকালে হাটে কলা আনিচি। কলা নামায়ে অস্তির হয়ে গেছি তাই গাছতলায় বসে আচি।
একই এলাকার ভ্যানচালক জাবেদ আলী বলেন, গতকাল রোজা থাকে খুব কষ্ট হয়চে। সকালে একটু গরম কম লাগলেও দুপুরের পর অসহ্য গরম লাগচে। বাইরে বের হওয়ায় যাচ্চে না।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উদয়পুর গ্রামের চাষী সাহেব আলী বলেন, ২ দিন হলো প্রচন্ড গরম পড়ছে। মাঠে কাজ করা যাচ্ছে না। পাট নিড়াতে হবে

তাই মাঠে এসেছি। কিন্তু রোদের যে তাপমাত্রা তাদের বেশিক্ষন কাজ করা যাবে না।
এদিকে প্রচন্ড গরমের কারণে বেড়েছে ডায়রিয়াসহ গরমজনিত রোগ। বিশেষ করে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: জাকির হোসেন বলেন, গরম জনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বাশি-পঁচা খাবার পরিহার করতে হবে। তাছাড়াও ইফতারের ভাজা-পোড়া খাবার কম খেতে হবে। প্রচন্ড রোদ এড়িয়ে চলতে হবে। যথাসম্ভব ছায়া-শীতল স্থানে থাকতে হবে।

শৈলকুপায় বৃষ্টির আশায় মাঠে নামাজ আদায়

প্রচন্ড খরতাপে পুড়ছে জনজীবন। রোদ আর গরমে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বৈশাখের অর্ধেক মাস পেরিয়ে গেলেও নেই বৃষ্টি। বৃষ্টির না হওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে ফসল। নেমে গেছে পানির স্তর। দেখা দিয়েছে পানির তীব্র সংকট।

তাই বৃষ্টির আশায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর মির্জাপুর গ্রামের মাঠে বিশেষ নামাজ (সালাতুল ইস্তেখারা) আদায় করেছেন গ্রামবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ৭ টার দিকে মির্জাপুর গ্রামের খোলা আকাশের নিচে ফাঁকা মাঠে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন উত্তর মির্জাপুর জামে মসজিদের মাওলানা ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ।

এ বিষয়ে ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় মানুষ পানির জন্য খুব বিপদে আছে। বৃষ্টি বা পানির জন্য আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাওয়া সুন্নাত। আর চাওয়াকে আরবিতে সালাতুল ইস্তেখারা বলা হয় অর্থাৎ পানির জন্য দোয়া করা।

ঝিনাইদহে সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা হকার্স সমিতি, সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী, মাইক্রো ড্রাইভার, বাবুর্চিসহ নিম্নআয়ের প্রায় ২শতাধিক মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এসব নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ১০ কেজি চাল ও ৫ শ’ করে টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমান।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন, জেলা তথ্য অফিসার আবু বকর সিদ্দিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন।
করোনাকালে চাল ও নগদ টাকা পেয়ে খুবই খুশী লকডাউনে থাকা এসব কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষগুলো।

জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান বলেন ইতমধ্যে আমরা ১হাজার ৫শ জন কর্মহীন নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আরও কিছুদিন এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে করোনা বিভাগে

ডাক্তারদের রুমে এসি লাগিয়ে দিলেন পৌর মেয়র

প্রচন্ড গরমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ বিভাগের আবাসিক ডাক্তাররা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন করোনা রুগীদের। ডাক্তারদের সুবিধার্থে “কোভিড-১৯ ডাক্তার ডিউটি রুমে এসি প্রদান করলেন ঝিনাইদহ পৌরসভা মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

প্রচন্ড গরমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রুগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের ডাক্তাররা। এই সংক্রমণের মধ্যে তারা নিজেদের জীবনের মায়া করছেন না। ইতোমধ্যে অনেক ডাক্তার এবং নার্স করোনা পজিটিভ হয়েছেন। তারপরও তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই গরমে তাদের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসলেন পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

ঝিনাইদহে এতিমখানায় ইফতার ও রাতের খাবার

ঝিনাইদহ শিকারপুর উত্তরপাড়া ফাতেমা-মিজান হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ইফতার ও ইফতার পরবর্তী রাতের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ইফতার ও ইফতার পরবর্তী রাতের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়।

২০১৫ সালে ইঞ্জিনিয়ার আখতারুজ্জামান কাজলের একক প্রচেষ্টায় এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন প্রায় ৪০ জন এতিম শিশু এখানে পড়াশোনা করছে।
প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিঃ আখতারুজ্জামান কাজল জানান, ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের এখানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনা করানো হয়। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বইপত্র সবকিছু প্রতিষ্ঠান বহন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানে আলী আজম ও আলাউদ্দিন নামে দুইজন হাফেজ এতিমখানার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব

পালন করছে।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের কিছু অনুদান ছাড়া আর তেমন কোনো অনুদান মেলেনি। প্রতিষ্ঠাতা মানসিক প্রশান্তির স্থান থেকে এই গুরুদায়িত্ব কাধে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি আশাবাদী এখান থেকে এক সময় শত শত হাফেজ বের হয়ে দীন ও দশের সেবাই নিয়োজিত হবেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের ধান কেটে দিলো কৃষকলীগ নেতারা

ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে বোরো ধান কাটা। কিন্তু ‘লকডাউন’র কারণে শ্রমিক সংকটে পড়ায় পাকা ধান নিয়ে দুচিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।
এ অবস্থায় কৃষকের সেই দুচিন্তা দূর করতে কৃষকের পাকা ধান কেটে দিলো জেলা কৃষকলীগের নেতারা।

গতকাল শনিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ছোট কামারকুন্ডু গ্রামের কৃষক মো: সাদেক নামে এক কৃষকের ১৬ শতক জমির পাকা ধান কেটে বাড়ির পৌঁছে দিয়েছেন কৃষকলীগের ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী।

সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা কৃষক লীগ সভাপতি সাজেদুল ইসলাম সোম, সহ সভাপতি আমজাদ হোসেন, সহ সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক সর্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এস উজ্জল, দপ্তর সম্পাদক প্রশীত মজুমদার, জেলা সদস্য মো: মিন্টু মিয়া, পৌর কৃষক লীগের আহবায়ক মো:হাবিবুল্লাহ বাচ্চু, পৌর সম্মেলন প্রস্তুুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হাজী রেজাউল বিশ্বাস, সিনিয়র সদস্য সৈয়দ আতাউর রহমান লাল্টু, পৌর সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক শেখ মো: মুস্তাক এবং ৩ নং ওয়ার্ড কৃষক লীগ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গ্রীষ্মের দাবদাহে কালীগঞ্জ সেজেছে প্রকৃতির সাজে

ঋতু চক্রের আবর্তনে নয়নাভিরাম ফুলের এক বর্ণিল আয়োজন নিয়ে আমাদের প্রকৃতিতে আবারো হাজির হয়েছে গ্রীষ্মকাল। ফুলের কথা উঠলে আগে আসে ঋতুরাজ বসন্তের কথা।

কিন্তু গ্রীষ্মেও ফোটে নানা রঙের বাহারি ফুল। প্রচণ্ড দাবদাহে কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এসব ফুল। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই পাওয়া যায় কয়েকটি বাহারি ফুল।

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, সোনালু, স্বর্ণচাঁপা, ভাঁট, গন্ধরাজ, উদয়পদ্ম, গুলাচি, লালসোনাইল ইত্যাদি গ্রীষ্মের প্রধানফুল হলেও পালান, দুরন্তলতা, শ্যামটিউলিপ, মে ফ্লাওয়ার, অনন্তলতা, পাদাউক, সোনালী শাপলা, বেলি, জহুরিচাঁপা, বনপারুল, কার্ডওয়েল লিলিসহ কয়েকজাতের লিলি ও এই সময়ে প্রকৃতিতে শোভাবর্ধন করে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে একইগোত্রের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ও কনকচূড়ার রয়েছে আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বনায়নের আয়ত্তায় লাগানো বিভিন্ন ফুলের গাছ শোভা বর্ধন করছে কালীগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট ও নদীর তীর।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার সমাহার, কাঠাল বাগান এলাকায় দেখা মেলে বেগুনী জারুল ফুলের। মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ভিতর শোভা পাচ্ছে রাধাচূড়ার মায়াবী সৌন্দর্য, বিভিন্ন বাসা বাড়ির দুয়ার ঘিরে রয়েছে মাধবীলতা আর তার মনমাতানো সুগন্ধ।

প্রকৃতিগত কারণে নানা গাছপালা আর ফুল-ফলের অপার সৌন্দর্যে কালীগঞ্জের সুখ্যাতি বেশ প্রাচীন। অন্যান্য ঋতুর মতো গ্রীষ্মের ফুলে সাজানো থাকতো প্রকৃতির কোলজুড়ে।

কিন্তু কাল পরিক্রমায় দিন দিন কমে আসছে গ্রীষ্ম রাঙানো এসব ফুল গাছ। সরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে ফলজ ও কাঠ গাছের পাশাপাশি

বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছ রোপনের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। নইলে যান্ত্রিকতা আর ব্যস্ততার ভীড়ে একসময় খর্ব হবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভারসাম্য।